অগ্নি নিরাপত্তা নীতি

Fire Safety Policy

উদ্দেশ্যঃ

নিরবিচ্ছিন্নভাবে কারখানায় উৎপাদন নিশ্চিত করণের জন্য কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা পদ্ধতির নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়।

পরিধিঃ

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড, অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ,হবিগঞ্জ- এর সকল বিভাগ/ শাখার জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

দায়িত্বঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট এইচআর, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা ও প্রশাসন বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

বিবরণঃ

অগ্নি নির্বাপন, আগুন থেকে রক্ষা, বহির্গমন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেডকোম্পানির একটি অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা রয়েছে। বিস্তারিত নিচে সংযোজন করা হল:

১. কাজ চলাকালে সকল দরজা, জানালা, বায়ু চলাচলের স্থান, প্রবেশদ্বার এবং বহির্গমন পথ তালামুক্ত ও খোলা রাখা হয়।
২. **"EXIT"** দ্বারা চিহ্নিত সকল বহির্গমন পথ বাংলা ও ইংরেজী উভয়ভাবে লেখা আছে।
৩. ফ্যাক্টরীর ২টি বহির্গমন পথ রয়েছে। বহির্গমন পথগুলোর প্রশস্থ ৪৫''এবং উচ্চতা ৬'-৬'' এর বেশী নয়।
৪. ফ্যাক্টরী প্রতি ফ্লোরে কার্যকর ও স্পষ্ট শোনা যায় এমন ফায়ার বেল/এলার্ম/অগ্নি সতর্কতামূলক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে।
৫. বহির্গমনের দরজা পর্যন্ত ফ্লোরের সকল রাস্তা উন্মুক্ত ও বাঁধাহীন থাকে।
৬. আগুন লাগলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সব উপায় সম্পর্কে সকল শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়।
৭. অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও সতর্কতার জন্য, ফ্লোরে প্রতি ৫৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট জায়গায় একটি অগ্নি নির্বাপনকারী যন্ত্র রয়েছে।
৮. সকল অগ্নি নির্বাপনকারী যন্ত্র নিয়মিত পরীক্ষা, চার্জ/পুনরায় ভর্তি ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং যথার্থ ও প্রবেশযোগ্য জায়গায় স্থাপন করা আছে।
৯. ফ্যাক্টরীর প্রতি ফ্লোরে প্রত্যেক ধরনের অতিরিক্ত অগ্নি নির্বাপনকারী যন্ত্র সংরক্ষণ করা হয়।
১০. সব ফ্লোর সেকশানে আলাদা বহির্গমন নকশা/তালিকা আছে যেটা সবস্থান থেকে দৃশ্যমান।
১১. সব ফ্লোরে ফায়ার হোস কেবিনেট রয়েছে যেটা উপরের দিকে পানির ট্যাংকের সাথে যুক্ত আছে।
১২. প্রতি সেকশানে কমপক্ষে ১৮% শ্রমিক (অগ্নি নির্বাপন-৬%, প্রাথমিক চিকিৎসা-৬% ও উদ্ধারের-৬%) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ।
১৩. কোম্পানির একটি অগ্নি নির্বাপনকারী দল, উদ্ধারকারী দল এবং প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর দল আছে।
১৪. অগ্নি নির্বাপনকারী, উদ্ধারকারী ও প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দলের সদস্যগণ আলাদা ইউনিফর্ম পরিধান করেন যাতে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়।
১৫. শ্রমিক ও অগ্নি নির্বাপনকারী দলের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার আছেন।
১৬. ফ্যাক্টরীর ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ।
১৭. প্রত্যেক মাসে কারখানায় ইভাক্যুয়েশন ড্রিল অনুশীলন করা হয়।
১৮. কর্মঘন্টা ব্যাতীত প্রতি ফ্লোরে বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ থাকে।
১৯. প্রোডাকশান ফ্লোর বন্ধ হওয়ার পূর্বে, একজন নিরাপত্তা কর্মী মেইন সুইচ, দরজা, জানালা, প্রবেশপথ এবং বহির্গমন পথ সব ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে।
২০. ফোন করার জন্য প্রবেশপথ, দেয়াল ও সব ফ্লোরে ফায়ার সার্ভিস, এম্বুলেন্স সার্ভিস, নিকটবর্তী থানা, হাসপাতালের টেলিফোন নম্বর রয়েছে।

আগুন লাগলে কি করতে হবে ?

আগুন খুব বিপজ্জনক ও মারাত্নক হতে পারে। আগুন লাগার সময় ক্ষতি বা মৃত্যু প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন অগ্নি নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রথমত, অগ্নি নির্বাপনকারী যন্ত্র হাতের কাছে পাওয়া য়ায় এমন জায়গায় রাখা, বের হওয়ার পথ আবিষ্কার করা এবং আগুন লাগলে কি করতে হবে তা শেখানো উচিত।

১. দ্রুত ও শান্তভাবে সাড়া দেওয়া - কোম্পানির সরবরাহকৃত হ্যান্ডবুক দেওয়া।
২. ফায়ার এলার্ম শোনামাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিল্ডিং খালি করা। (সব কর্মচারীর নিকট শ্রবণযোগ্য ফ্যাক্টরীতে এমন জায়গায় ফায়ার এলার্ম স্থাপন করা
৩. ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে ফোন করা - ফ্যাক্টরীর যেকোন সেল ফোন বা টি অ্যান্ড টি থেকে ফোন করা। ফোন এমন জায়গার সাথে সংযুক্ত থাকবে যেখান থেকে যেকোন ব্যক্তি কোন সমস্যা ছাড়াই ইমারজেন্সী সার্ভিসে ফোন করতে পারে।
৪. অগ্নি নির্বাপনকারী যন্ত্র ব্যবহার করা। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্নি নির্বাপনকারী ফ্যাক্টরীতে আছে যারা পৃথক পৃথক ভাবে ফায়ার পয়েন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বহির্গমন প্রক্রিয়া ঃ

১. বিল্ডিং দ্রুত খালি করতে হবে। তীর চিহ্ন অনুসরণ করতে হবে এবং নিকটবর্তী বহির্গমন পথ থেকে বিল্ডিং খালি করতে হবে।
২. বিল্ডিং এর বাইরে নির্দিষ্ট এসেম্বলি এলাকায় জড়ো হতে হবে।
৩. বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কতৃক নিশ্চিত করতে হবে যে সব এলাকা থেকে সবাই বের হয়েছে।
৪. মানব সম্পদ বিভাগ কতৃক সরবরাহকৃত কাজের তালিকা/কর্মচারীদের উপস্থিতির তালিকা দেখে সুপারভাইজার যাচাই করবে সবাই বের হয়েছে।
৫. বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তালিকাটি প্রকৃত উপস্থিতির (মাথা গণনা) সাথে তুলনা করবে এবং সব কর্মচারী নিরাপদে বের হয়েছে কিনা নিশ্চিত করবে।

যদি আগুন লেগে যায় ঃ

১. ধোয়াঁ দূর করতে হবে।
   - এসি বন্ধ করতে হবে।
   - প্রত্যেক দরজা খুলে দিতে হবে এবং যথাসম্ভব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
   - মেইনটেইনেন্স বা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কতৃক সরবরাহকৃত পোর্টেবল ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

২. পানি পরিষ্কার করতে হবে (বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে)।
   - পানি দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে জিনিসপত্র, পণ্য ও যন্ত্রপাতি ফ্লোর থেকে সরিয়ে দিতে হবে।
   - সুইপার, ঝাঁটা দিয়ে পানি বিল্ডিংয়ের বাইরে ফেলে দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে কোন সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নেই।

সকল ব্যয় লিপিবদ্ধকরণ ঃ

জরুরী অবস্থার কারণে সংঘটিত সকল ব্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। ক্ষয়ক্ষতির ছবি তুলতে হবে।

সূত্রঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধনী- ২০১৩, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ (সংশোধনী- ২০২২)।

উপসংহারঃ

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড উপোরোক্ত নীতি অনুযায়ী অত্র কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা পদ্ধতির নীতিমালা মেনে চলবে। প্রয়োজন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত নীতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সংশোধিত নীতি বাংলাদেশ কল-কারখানা অধিদপ্তর এ অবহিত করে অনুমোদন গ্রহন করতে হবে।